

Prudent management marks the affairs of
Dinajpore Bank Ltd.—Hindusthan Standard.

নির্ভয়ে টাকা আমানতের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান,
“দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিঃ”

(সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং)

হেড অফিস :— ১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা
শাখাসমূহ :— জলপাইগুড়ি, রামপুরহাট, বায়গঞ্জ,
জদিপুর, রাজসাহী, দিনাজপুর, পার্কতীপুর, আলি-
পুর হুয়ার, ভবানীপুর (কলিকাতা)

স্থায়ী আমানতের বিবরণ স্থানীয় ম্যানেজারের
নিকট জ্ঞাতব্য

Managing Director :—J. M. Sen,
Ex. M. L. C.

Registered
No. C. 853

জদিপুর
সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র



মণিগ্রামের প্রসিদ্ধ

কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরত্ন
আবিষ্কৃত

সোণামুখী
কেন্দ্র

কেশের জল সর্বোৎকৃষ্ট। মূল্য প্রতি শিশি ১২ টাকা
প্রাপ্তিস্থান—দশভুজা শ্বৈথালয়
মণিগ্রাম বাসন্তীতলা, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

৩৫শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—১৯শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৫৫ ইংরাজী 4th Aug. 1948 { ১২শ সংখ্যা

পণ্ডিত-প্রেম

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

সকল প্রকার ছাপার কাজের

নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

১৯০৭-১৯৪৭

‘স্বদেশী যুগের’ প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক ভবন, জোড়াসাঁকোর সুপ্রসিদ্ধ
ঠাকুরবাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন দেশপ্রাণ মনীষী ‘হিন্দুস্থান’-এর
গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল,—জীবন-বীমার দ্বারা
ব্যক্তি ও জাতির আর্থিক-উন্নতি সাধন করা। এ বিষয়ে ‘হিন্দুস্থান’ পূর্বাগর
দেশবাসীর নিকট হইতে সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা লাভ করিয়া আসিতেছে এবং
গত ৪১ বৎসরের জন-সেবায় ইহা আজ ভারতের অত্যন্ত সর্ববৃহৎ বীমা-
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের মোসাইটির অসামান্য সাফল্যেই
তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

নূতন বীমা	...	১২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার উপর
মোট চলতি বীমা	...	৫৫ ” ৬৩ ” ” ”
প্রিমিয়ামের আয়	...	২ ” ৩১ ” ” ”
বীমা তহবিল	...	১০ ” ৬৩ ” ” ”
মোট সংস্থান	...	১১ ” ৬৪ ” ” ”
দাবী শোধ [১৯৪৭]	...	প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা

কিন্তু হিন্দুস্থানের গর্ব তাহার এই সকল কোটি কোটি টাকার অঙ্কে নহে,
সে যে তাহার অকুণ্ঠ সেবা দ্বারা অসংখ্য পরিবারের অর্থসংস্থান করিয়া
দিতে পারিতেছে, ইহাই তাহার প্রকৃত গর্বের বিষয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

সৰ্বোভো। দেবেভো। নমঃ।



জঙ্গিপুৰ সংবাদ

১৯শে শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৫৫ সাল

অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি

—:—

অসম্ভব বিষয় সম্ভব করিতে যাহারা সমর্থ তাহাদের শক্তিকে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি বলে। সত্য চিরদিনই সত্য, মিথ্যা চিরদিনই মিথ্যা। আঙ্গকাল সত্যকে মিথ্যা, আর মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যাহারা সমর্থ, তাহারাও উপরোক্ত শক্তি সম্পন্ন বলিয়া, নিরীহ লোকদিগের ত্রাসের সহিত বিশ্বাসের সঞ্চার করিয়া, আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকে। অবিলম্বেই হটক, আর বিলম্বেই হটক, যখন ইহাদের কারচুবি প্রকাশ হইয়া পড়ে, তখন যে পরিমাণ বাহবা পাইয়াছিল, তাহার বহুগুণ ধিকার পাইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের অপকর্মের দরুণ সাধারণের যে ক্ষতি হয়, তাহা পূরণ হয় না।

আজ প্রায় এক বৎসর অতীত হইতে চলিল, ভারত স্বাধীন হইয়াছে। স্বাধীন হইবামাত্র নিজস্ব নিয়ম-পদ্ধতি প্রস্তুত করা বা তদনুসারে কার্য করা অসম্ভব বলিয়া, প্রথম প্রথম ইংরাজের দাঙ্গা বুলানো খুব দোষের নয়। আইনজ্ঞ প্রাচীন শাসক ও রাজকর্মচারিবর্গ যথাপূর্ব রাজকার্য চালাইয়া আসিতেছিলেন, তাহার উপর হাতুড়ে রাজনীতি-বিশারদ কতিপয় ব্যক্তিকে রাজকার্যে হস্তক্ষেপ করিতে দিয়া যে অঘটন সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ কয়েকদিন হইল শাসনকার্যের বাধা অপসারণের জন্ত যে নির্দেশ দিয়াছেন, তাহাতে সকলেই তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতেছে। কিন্তু এই এক বৎসরের মধ্যে যে সব গলদ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দূর করিবার উপায় কি? দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই একটা ব্যাপার উল্লেখ করিতেছি। ইংরেজের আমলে অনেক কালাবাজারী ধরা পড়িয়া দণ্ড পাইয়াছে। এদের পয়সার অভাব নাই। নূতন রাজ্যের নূতন স্বেচ্ছা গুহীয়া ইহারা এই সব রাজনীতিজ্ঞের স্তব স্তুতি করিয়াই হটক, আর ভোগরাগ দিয়াই হটক, সাবেক কলঙ্ক ঢাকিয়া সরকার বাহাদুর কর্তৃক অনুমোদিত ব্যবসায়ী

তালিকার স্থান পাইয়া আঞ্জিও কালো বাজারকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এই সব তথাকথিত দেশহিতৈষীদের বুদ্ধিতে বুদ্ধি মিশাইয়া এদের চির অভ্যস্ত ফার্মের নাম পরিবর্তনরূপ “ফরমিউলা” প্রয়োগ করিয়া কংগ্রেস-ভক্ত সাজিয়া দেশের লোকের রক্ত শোষণ করিতে একটুও দ্বিধা বোধ করে না। এদের মুকবিদের সাহায্যে “লুচিমল কচুরীমল” নাম বদলাইয়া “তরকারীমল খাট্টামল” হইল, তারপরই “দহিমল রাবড়িমল” নামধারণ করিতে ইতস্ততঃ করিল না। যে নামে ফৌজদারীতে দণ্ড পাইয়াছিল, সেই মাহুব ঠিকই আছে কেবল নাম পরিবর্তন করিয়া বা একজনই একই সময়ে দুই নামে দুই কারবার চালাইয়া কোন বিপদ হইলেই কারবার গুটাইয়া “চম্পটরাম ভাগলুরাম” নাম লইয়া বাংলার বাইরে আবার “ধরমচাঁদ কুপারাম” সাজিয়া বসিবে। নবাগত রাজপুরুষগণ এদের কুলের কথা জানেন না। ধান্নাবাজ রাজনীতিজ্ঞের সুপারিশ মত এই সব ব্যবসায়ীকে অনেক ব্যাপারে উন্নত স্থান দিয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছেন। একটু বুদ্ধি খরচ করিলেই সুপারিশকারীর মিথ্যা কথন ধরিতে বিলম্ব হইত না। এদের একটা পরস্পর-গুণকীর্তন-সমিতি (mutual admiration society) আছে। সভাগণ—এ বলে আমার দেখ, ও বলে আমার দেখ। যখন কারো বাড়ী কাজ কর্ম হয়, তখন কারো নৈমন্ত্য বাদ পড়িলেই একজন অগ্নের জন্ত সুপারিশ করে। কৃতী যদি সম্মত না হয়, তখন তার হাতে ধরে—আমার অহরোধে একে বলতেই হবে—এ রকম কথা ব্যবহার করিতেও লজ্জা বোধ করে না। এমন মাহুবও আছে—নিমন্ত্রণ ফর্দের নীচে যদি কারো নাম থাকে, তখনই ফর্দ-লেখকের কৈফিয়ৎ তলব করিতে দ্বিধা বোধ করে না। রাজপুরুষগণকে আমরা এখনও অহরোধ করি—এদের সুপারিশে যাহারা উচ্চ স্থান পাইয়াছে, তাহাদের এবং ইহাদের পূর্ব ইতিহাস ও বর্তমান কার্য-পদ্ধতি (modus operandi) আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করুন—দেখিবেন এক বৎসর ধরিয়া কেবল অক্ষকারেই ঘুরিয়াছেন।

পশ্চিম বঙ্গ স্বদেশরক্ষী সেনা বিভাগে

লোক গ্রহণ

উক্ত বিভাগে প্রায় ২০০০ লোক গ্রহণ করা হইবে। প্রার্থীগণের সাধারণ লেখাপড়া জানা এবং বয়স ১০ হইতে ৪০ বৎসর হওয়া আবশ্যিক। বিনা খরচে খাও, পোষাক, বাসস্থান প্রভৃতি ছাড়া প্রার্থিদগকে ২২, + ১২।০ মাসিক বেতন দেওয়া হইবে। ভর্তির সময় তাহারা সিপাহী পদবাচ্য হইবে।

প্রথম ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট ইউনিটের ভূত-পূর্ব চাকুরিয়া দিগকে লওয়া হইবে। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে ভর্তি আরম্ভ হইয়াছে। প্রার্থীরা নিজ নিজ ডিসচার্জ-সার্টিফিকেট সহ অবিলম্বে নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন।

স্বাঃ স্যামিস্ট্র্যাণ্ট পাবলিক রিলেসন্স অফিসার, সাব-রিজিষ্ট্রার এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ব্যারাকপুর।

বস্ত্র ও সূতা বিক্রয়

টেক্সটাইল কমিশনারের বিজ্ঞপ্তি

নয়াদিল্লী, ৩০শে জুলাই—ভারত গবর্নমেন্টের টেক্সটাইল কমিশনার কর্তৃক অজ্ঞ রাতে এখানে প্রচারিত এক ‘বিজ্ঞপ্তিতে’ বলা হইয়াছে যে, বয়নযন্ত্রবিহীন কোনও বস্ত্রোৎপাদক তাঁহার কারখানায় প্রস্তুত সূতা বা বস্ত্র অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অজ্ঞ কাহারও নিকট বিক্রয় বা সরবরাহ করিতে পারিবেন না। কি কি সর্তে এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তির নিকট উক্ত সূতা ও বস্ত্র বিক্রয় করা যাইবে টেক্সটাইল কমিশনার পরে তাহা নির্ধারণ করিয়া দিবেন।

তিনি আরও নির্দেশ দিয়াছেন যে, উপরোক্তরূপ বস্ত্রোৎপাদকদিগকে বোম্বাই-স্থিত ভারত গবর্নমেন্টের টেক্সটাইল কমি-

শনের নিকট নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ সরবরাহ করিতে হইবে :—

(১) বস্ত্রোৎপাদকের নিজের অথবা অল্প কাহারও খাতে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার তারিখে খোলা বা প্যাক করা অবস্থায় যে মজুত বস্ত্র বা সূতা থাকিবে উহার বিবরণ ও পরিমাণ।

(২) ২০শে জুলাই হইতে ৩০শে জুলাই— এই ১১ দিনের মধ্যে কি পরিমাণ ও কি ধরণের বস্ত্র ও সূতা বিক্রয় করা হইয়াছে, সেই ক্রেতার নাম ধাম ও মূল্য সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৬ই আগষ্ট ১৯৪৮

১৯৪৮ সালের ডিক্রীজারী

২৯৬ খাং ডিঃ রমজান আলি বিশ্বাস দিঃ দেং বৃন্দনেনসা বিবি দাবি ২২৬/৯ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে অল্পনগর কৃষ্ণপুর ২২ শতকের কাত ২১/১২ গড়া জমি ১৫, খং ১৩১০ কোর্কা স্বত্ব

৩২১ খাং ডিঃ সেবাইত কুমারকৃষ্ণ ঘোষ দিঃ দেং শ্রামলাল মণ্ডল মৃতান্তে ওয়ারিশ হেমন্তকুমার সরকার দিঃ দাবি ২২১/০ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে উমরাপুর ৫২ শতকের কাত ২১/৯ আঃ ৮, খং ১৮৩১ রায়ত স্থিতিবান

৩০৯ খাং ডিঃ রাণী জ্যোতির্ময়ী দেবী দেং শ্রামাপদ চৌধুরী দাবি ২৭, থানা ফরকা মৌজে বেওরা ৭-৫০ শতকের কাত ১৫১৯ আঃ ২৫, খং ১৯১

৩০৮ খাং ডিঃ ঐ দেং জানকীনাথ মণ্ডল দাবি ১৩১/৬ থানা ঐ মৌজে শ্রীমন্তপুর ৫১ শতকের কাত ১১/১১ পাই আঃ ১২, খং ২৩৬

৩১০ খাং ডিঃ ঐ দেং জানকী মণ্ডল দিঃ দাবি ৩৪, মৌজাদি ঐ ৮০ শতকের কাত ৪৬/০ আঃ ৩০, খং ২৩২

৩২০ খাং ডিঃ ঐ দেং কুলেশচন্দ্র মণ্ডল দাবি ১৪১/৩ মৌজাদি ঐ ৪৪ শতকের কাত ১১/৬ আঃ ১৪, খং ৫২৩

১৯৪৭ সালের ডিক্রীজারী

২১৮ খাং ডিঃ মাতঙ্গালী মৌলবী মরতুজা রেজা চৌধুরী দিঃ দেং রঞ্জিত মণ্ডল দিঃ দাবি ৬২৬/০ থানা ফরকা মৌজে সূদনা ৪১/৩১৫ জমির কাত ৬১/০ আঃ ৫০

১৯৪৮ সালের ডিক্রীজারী

২৬০ খাং ডিঃ বরদাচারী স্বামী দেং কুলফৎ বিবি দাবি ২০৬/৯ থানা সাগরদীঘি মৌজে একরথি ৩-৫৩ শতকের কাত ১৪/৬ আঃ ৭০, রায়ত স্থিতিবান

৩০১ খাং ডিঃ সেবাইত রাজা প্রতিভানাথ রায় দেং সেখ মহম্মদ বদিওজ্জমান দাবি ৩০০/৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে ছরপুয় ২-২১ শতকের কাত ৪১/০ আঃ ১০, খং ৬২

২৮৮ খাং ডিঃ নির্মলকুমার সিংহ নওলক্ষা দেং হানেকা বিবি নাবালিকা পক্ষে অলি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও স্বয়ং মালেশাহা সৈয়দ দেং দাবি ১৫৬/০ থানা সাগরদীঘি মৌজে সাওড়াইল ৯ শতকের কাত ১১/১১ পাই আঃ ৫, খং ৩৬৬ রায়ত স্থিতিবান

২৮৯ খাং ডিঃ ঐ দেং যতুনাথ মণ্ডল দাবি ৭৬০/৩ মৌজাদি ঐ ১০ শতকের কাত ১/৮ পাই আঃ ৫, খং ৩৭৮ ঐ স্বত্ব

২৯০ খাং ডিঃ ঐ দেং জুমেলা খাতুন বিবি দাবি ১২৩/৯ মৌজাদি ঐ ৩৭ শতকের কাত ১১/৩ আঃ ১০, খং ২১৬ ঐ স্বত্ব

২৯১ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৭১/৩ মৌজাদি ঐ ৪০ শতকের কাত ২৬/০ আঃ ১০, খং ৩৮৪ ঐ স্বত্ব

২৯২ খাং ডিঃ ঐ দেং আবদুল মইদ সেখ নাবালক পক্ষে অলি পিতা ও স্বয়ং আবদুল সাইদ সেখ দাবি ৪০১/৬ মৌজাদি ঐ ৭৬ শতকের কাত ৭৬/০ আঃ ২০, খং ৮৮ ঐ স্বত্ব

২৯৩ খাং ডিঃ ঐ দেং অনাথবন্ধ চট্টোপাধ্যায় দাবি ৩২০/৯ থানা ঐ মৌজে কোমড়া ২৪০ শতক জমি আঃ ২৫, খং ১০৮ অধিনস্থ খং ২৪১ ঐ স্বত্ব

২৯৪ খাং ডিঃ ঐ দেং রঞ্জনা বিবি দাবি ২৪৬/৬ থানা ঐ মৌজে চণ্ডিগ্রাম ২-৪০ শতকের কাত ৭/১ আঃ ২০, খং ৬৬৯ ঐ স্বত্ব

৩১৫ খাং ডিঃ সেবাইত ও স্বয়ং মণিমোহন চৌধুরী দেং হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী দিঃ দাবি ১১/৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে মাঠখাগড়া ৪৪ শতকের কাত ১১/১০ আঃ ৮, খং ৫৪৮ রায়ত স্থিতিবান

বুলনযাত্রা উৎসব

নশীপুর রাজবাড়ীতে বুলনযাত্রা উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। আগামী ৩০শে শ্রাবণ হইতে ৩রা ভাদ্র পর্যন্ত কলিকাতার বিখ্যাত যাত্রাদি হইবে। এতদুপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী বিরাট মেলা হয়। উহাতে নানাপ্রকার শিল্পজাত দ্রব্যাদির আমদানি হয় ও নানা প্রকার আমোদের সমাবেশ হয়।

ম্যানেজার, নশীপুর রাজ ওয়ার্ডস্ এজেন্ট।

(৫ম কলমের জের)

৩১৬ খাং ডিঃ ঐ দেং সরোজিনী চৌধুরাণী দাবি ২০৬/৯ মৌজাদি ঐ ১-৩৬ শতকের কাত ৪২১ আঃ ১০, খং ৪৫৭ ঐ স্বত্ব

৩২২ খাং ডিঃ ঐ দেং আলেকজান বিবি দাবি ১২৩/৬ মৌজাদি ঐ ৭৪ শতকের কাত ১১/৯ আঃ ১০, খং ৪১৭ ঐ স্বত্ব

৩১৭ খাং ডিঃ দেবেন্দ্রনাথ সিংহ দিঃ দেং আবদুল খালেক দাবি ১৬১/০ থানা সাগরদীঘি মৌজে উজ্জলমানিক ৬-২০ শতকের কাত ২/৩ আঃ ১০, খং ১৩৯

৩১৮ খাং ডিঃ করিম সেখ দিঃ দেং সোলেমান সেখ দাবি ২৯০/০ থানা সাগরদীঘি মৌজে রমণা সেখদীঘি ১০৩ শতকের কাত ৪১/০ আঃ ১৫, খং ৫১৪

২ রেহান ডিঃ রামব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য দেং নৌসাদ মণ্ডল দিঃ দাবি ২৫০৬/৯ থানা সাগরদীঘি মৌজে বুধি ১-২৭ শতকের কাত ৩৬/০ আঃ ১০০, খং ৬৪

১৪ মনি ডিঃ কৃষ্ণকিঙ্কর দে দিঃ দেং জোনাব সেখ দাবি ৪০১/৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে জিয়ানগর ৭ একর জমি আঃ ৩৫, খং ৪৯

১৫ মনি ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৭৩/০ থানা ঐ মৌজে দক্ষিণগ্রাম ২৬১/০ শতক জমি খং ২১০ ২নং লাট থানা ঐ মৌজে জিয়ানগর ১-১৩ শতক জমি খং ৪৮ আঃ ১নং ও ২নং লাটের ১৩৫

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৯ই আগষ্ট ১৯৪৮

১৯৪৮ সালের ডিক্রীজারী

২৬৫ খাং ডিঃ শচীন্দ্রনাথ রায় দিঃ দেং বিজয়কুমার সিংহ দিঃ দাবি ১২০৩/০ থানা যতুনাথগঞ্জ মৌজে বাইকা ২-৩৪ শতকের কাত ১৫১/২১ আঃ ৫০, খং ২৪৫

দুলভ আয়ুর্বেদীয় কুর্টার

এই স্থানে আয়ুর্বেদমতে তরুণ ও পুরাতন এবং
বহুবিধ জটিল ব্যাধির চিকিৎসা হইয়া থাকে। ষাঁহার
অন্তস্থানে চিকিৎসা করাইয়া কোনও ফল পান নাই
সেই সব রোগীকে আমার চিকিৎসা পরীক্ষা করিতে
অনুরোধ করি।

দি মডার্ন আয়ুর্বেদিক কার্য্যালয় ও বিজ্ঞালয়
হইতে উপাধি প্রাপ্ত
কবিরাজ শ্রী বৈষ্ণনাথ চক্রবর্তী,
এম, আয়ুর্বেদজ্ঞ
গাঙ্গিন, পোঃ রুহরপুর, (মুর্শিদাবাদ)

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
মূল্য ছয় পয়সা
পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন।

জন্মপূর সংবাদের নিয়মাবলী

জন্মপূর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য
প্রতি লাইন ১০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন
প্রতিবার ১০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন
প্রতিবার ১১০ আনা, ১ এক টাকার কম মূল্যে কোন
বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের
বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ বাংলার দ্বিগুণ।

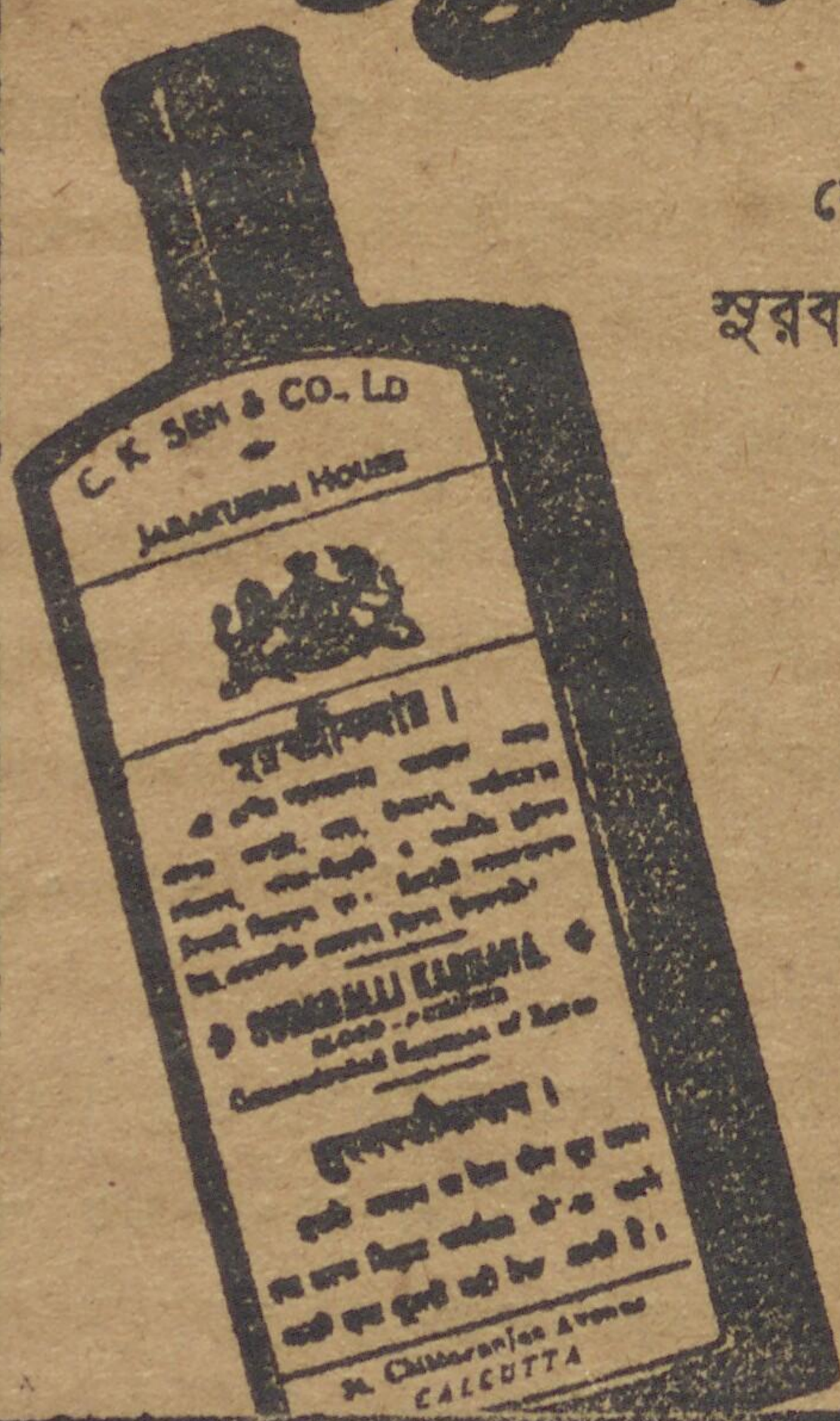
জন্মপূর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২ টাকা হাতে
১১০ টাকা। নগদ মূল ১০ এক আনা। বাৎসরিক
মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রী বিনয়হুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রী বিনয়হুমার পণ্ডিত কর্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত



স্বরবলী



যে সব ডাক্তাররা
স্বরবলী ব্যবস্থা করে

দেখোচন তাঁরা সবাই একমত যে
এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ
নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব
কমই আছে।

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, ঘা, স্ফোটক,
নালি, রক্তচূর্ণিত প্রভৃতি নিরাময়
করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া
অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে।
গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র
সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি. কে. সেন এন্ড কোং লি:
ডাক্তারদের হাউস, কলিকাতা

দি ওয়ার্ম ইণ্ডিকা (আমেরিকায় পরীক্ষিত)

অত্যাধি বহু রোগী ইহাতে আশ্চর্যজনক ফল পাইয়াছেন। ব্যবস্থাহারী স্নাতক ও
গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি অন্তর কৃমি রোগ আরোগ্য হইবে। ইহাতে রক্ত-আমাশয় ও
কানের পুঞ্জ আরোগ্য হয়

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস

"অটলবিহারী শাখা ঔষধালয়" রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ)

